অত্র স্বাভাবিকসৌহৃদ্যাদিধর্ম্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিকপতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্যোপাধিকপতিত্ব মিত্যভিপ্রেতম্। অন্যত্র পত্যাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈরিতি ছন্দোগপরিশিষ্টানুসারেণ কৃত্রিমমেকাত্মত্বম্। তস্মিন্ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্মশব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্ পতিত্বমনাহার্য্যমেবাস্তি তথাপি আত্মনৈব মূলভূতেন তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্মকেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে তথাভাবেনাশ্রিত্য। অনেন পরমমনোহররূপেণতেন সহ রমে রমা লক্ষ্মীর্যথা তদেবং তস্যা রাগে পিঙ্গলায়াঃ স্বরুচির্দ্যোতিতা। রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরূপী দৃশী। সন্তুষ্টাশ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী। বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩১১ ॥

অমুনেতিভাবগর্ভরমণেন সহ। আত্মনা মনসৈব তাবদ্বিহরামি। রুচিপ্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃ প্রধানত্বাৎ। তৎপ্রেয়সীরূপেণাসিদ্ধায়াস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ। অনেন শ্রীমৎপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদিভাবেদপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১১৮ ॥ শ্রীপিঙ্গলা ॥ ৩১১ ॥

১১।৮ অধ্যায়ে পিঙ্গলা বেশ্যানির্ব্বিন্না হইয়া বলিয়াছিলেন—অতঃপর আমি সুহৃদ্ প্রিয়তম, নাথ এবং নিখিল শরীরির আত্মা শ্রীনারায়ণকে আত্মসমর্পণরূপ মূল্যে কিনিয়া লক্ষ্মী যেমনভাবে রমণ করে, আমিও তেমনভাবে রমণ করিব।

তাহাতে এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে—শ্রীনারায়ণের স্বাভাবিক সৌহৃদ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপন করিয়া, শ্রীনারায়ণ ভিন্ন অন্য সকলের উপাধিক পতিত্ব বুঝান হইয়াছে। যেহেতু ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট অনুসারে অন্য পতিতে "একত্বং সা গতা যস্মাৎ চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈঃ", অর্থাৎ সেই রমণী নিজ পতির সহিত চরুমন্ত্র, আহুতি ও মন্ত্রাদি দ্বারা একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা গেল যে—দেহাভিমানী মানুষের সহিত যথার্থতঃ স্ত্রীর একতা নাই, কিন্তু চরুমন্ত্র, আহুতি প্রভৃতির দ্বারাই একাত্মতা আরোপ করা হয়। সেই পরমাত্মাতে কিন্তু স্বভাবতঃই একাত্মতা আছে বলিয়াই "সুহৃদ্ প্রেষ্ঠতম" শ্লোকে আত্মপদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইপ্রকার যদ্যপি সেই পরমাত্মা শ্রীনারায়ণে পতিত্ব আরোপিত নয়, তথাপি আত্মদানরূপ মূল্যের দ্বারা সেই পরমাত্মা শ্রীনারায়ণকে বিশেষরূপে কিনিয়া যেমন অন্য কন্যা বিবাহাত্মক আত্মসমর্পণের দ্বারা কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করে, সেইপ্রকার আমিও শ্রীনারায়ণের সহিত রমণ কবিব; এই আমার সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মনোহর রূপ শ্রীনারায়ণের সহিত লক্ষ্মী যেমন রমণ করে, আমিও তেমনি রমণ করিব। তাহা হইলে সেই পিঙ্গলার শ্রীলক্ষ্মীর রাগে